কারামতে আ'লা হযরত

ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী

রাহিমাহুল্লাহুল বারী ওয়া রাদ্বিয়া আনহু

আহমদ রেযা মারুফ বিল্লাহ্ কাদেরী

অধ্যায়নরত,জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

ক্রঃ	বিষয়	পৃষ্টা
০১	লিখকের দুটি কথা	০৩
০২	ইমাম আ'লা হযরতের জন্ম পরিচিতি	০৫
০৩	কোরআন মাজিদের আয়াত থেকে জন্মসাল নির্ণয়	০৫
০৪	বংশ পরিচিতি	০৬
০৫	বংশীয় শাজরা	০৭
০৬	নাম পরিচিতি	০৮
০৭	জন্মের পূর্বে পিতার অদ্ভুদ স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা	০৮
০৮	মক্তবের উস্তাদকে কঠিন প্রশ্ন	০৯
০৯	মাত্র ৩ বছর বয়সেও মূখ থেকে কোরআনের একটি হরকত ভুল বের হয়নি	১১
১০	শৈশবেই মূখে অনর্গল আরবী ভাষা	১২
১১	মাত্র ৬ বছর বয়সে অবাক করা বক্তব্য	১২
১২	মাত্র ৬ বছর বয়সে কিতাব রচনা	১৩
১৩	মাত্র ১৪ বছর বয়সে ফাতাওয়া প্রদানের অনুমতিপ্রাপ্তি	১৪
১৪	ইমাম আ'লা হযরতের অভিজ্ঞতা	১৪
১৫	গণিত শাস্ত্রে ইমামের পান্ডিত্য	১৭
১৬	ইমাম আ'লা হযরতের স্মৃতিশক্তি	১৯

১৭	ট্রেন সফরে আ'লা হযরতের কারামত	২০
১৮	চলে যাওয়া ট্রেন আবার ফিরত আসলো	২১
১৯	আ'লা হযরতের কাছে এক যাদুকর পরাজিত	২২
২০	সাগরে বিপদগ্রস্থ জাহাজ রক্ষা পেলো	২৩
২১	কুকুরকে ওয়াহাবী বলা যাবে না	২৪
২২	কুয়ার পানি উপরে উঠে এলো	২৫
২৩	এক ব্যক্তি ফাঁসি থেকে রেহাই পেলো	২৬
২৪	সাক্ষাতকারীর মনের খবর বলে দিলেন	২৭
২৫	তুফান থেকে নৌকা রক্ষা পেলো	২৮
২৬	সব শসা খেয়ে ফেললেন	৩০
২৭	আওলাদে রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্মান	৩১
২৮	রাসূল ﷺ-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা	৩২
২৯	জাগ্রত অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর দিদার পেলেন	৩৬
৩০	মাত্র ৮ ঘন্টায় কিতাব রচনা “আদ-“দৌলাতুল মাক্কিয়া বিল-মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ”	৩৭
৩১	আ'লা হযরতের রচনাবলী ও “কানযুল ঈমান”	৩৯
৩২	ফাতাওয়া-ই রেযভীয়্যাহ	৪০
৩৩	না'তে রাসূলের বাহার “হাদায়িকে বখশিশ”	৪১
৩৪	বাতিল-ফির্কাদের দৃষ্টিতে ইমাম আ'লা হযরত	৪২
৩৫	ইমাম আ'লা হযরতের ইন্তেকাল শরীফ তাঁর জন্য দয়াল নবীজি ﷺ-এর অপেক্ষা	৪৩

লিখকের দুটি কথা

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رحمة للعالمين و على اله واصحابه اجمعين

প্রিয় পাঠকবর্গ!

এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখার জন্য কলম হাতে নিয়েছি,যাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়া কমপক্ষে আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বলছি একজন সাচ্চা প্রেমিকের কথা। বলছি প্রকৃত ইশকে রাসূলের এক উদাহরণের কথা। বলছি তা'যিমে রাসূলের এক অতুলনীয় নিদর্শনের কথা। বলছি নবীপ্রেমে আঙ্গার হওয়া একটি হৃদয়ের কথা। বলছি ইলম ও আমলের এক মূর্তপ্রতীকের কথা। আর তিনি হলেন- আ'লা হযরত,ইমামে আহলে সুন্নাত,পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত,ছাহিবে কারামত,ছাহিবে বেলায়াত,হাদিয়ে মিল্লাত,মুহিয়ে সুন্নাত,রাহনুমায়ে শরীয়ত,শাইখে তরিকত,আল-ক্বারী,আল-হাফেয,আল-মুফাচ্ছির,আল-মুহাদ্দিস, "শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী" (রাহিমাহুল্লাহুল বারী ওয়া রাদ্বিয়া আনহু) ইমাম আ'লা হযরত (রাদ্বিঃ) ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ। মুজাদ্দিদ শব্দের অর্থ হলো "সংস্কারক"। মানুষকে হেদায়াত করার জন্য, মৃত সুন্নাতকে যিন্দা করার জন্য, কলুষিত জীবনকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার জন্য, পথভ্রষ্টতার গর্ত থেকে মানুষকে টেনে তুলার জন্য, ভ্রান্ত আকাঈদের নৌকাকে ডুবিয়ে দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দির মাথায় একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন।

এসম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত সহীহ হাদিসের কিতাব সুনানু আবি দাউদের ৪র্থ খন্ডের ৪২৯১ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন-

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، **قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا**

অর্থাৎ, "নিশ্চই আল্লাহ্ এই উম্মতের (হেদায়াতের) জন্য প্রত্যেক শতাব্দির মাথায় এমন একজনকে প্রেরণ করবেন,যিনি তাঁর যুগে দ্বীনের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) হবেন"। আর চতুর্দশ শতাব্দিতে এই উম্মতের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ইমাম আ'লা হযরত কিবালা (রাদ্বিঃ)-কে প্রেরণ করেন।

মানুষ মাত্রই ভুল। সুতরাং আমিও ভুলের উর্দ্ধে নয়। আমার লিখা বানান ও লিখনীর মধ্যে যদি কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে আমাকে জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর সায়্যিদি আলা হযরতের ফুয়ুযাত নসীব করুন। আমীন,বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন ﷺ

দোয়াপ্রার্থীঃ আহমদ রেযা মারুফ বিল্লাহ কাদেরী

অধ্যায়নরত, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,চট্টগ্রাম। মোবাইলঃ ০১৬৪১২৭৭৫৪

ইমাম আ'লা হযরতের জন্ম পরিচিতি

আ'লা হযরত,মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত,শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান আলাইহির রাহমাতুর রাহমান ১২৭২ হিজরীর ১০ই শাওয়াল, ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন ভারতের বেরেলী ইউ/পি'র যাচুলী গ্রামে রোজ শনিবার যোহরের নামাযের সময় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জন্মসাল ১২৭২ হিজরীতে। জন্মসালের হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক নাম

"আল-মুখতার"।[১]

কোরআন মাজিদের আয়াত থেকে জন্মসাল নির্ণয়

কোন বিষয়ের বর্ণনা নেই মহাগ্রন্থ কোরআনে ? সৃষ্টি জগতের শুকনা-ভেজা সবকিছুর বর্ণনা রয়েছে এতে। এসম্পর্কে কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা নিজেই অনেক আলোচনা করেছেন। আমি ঐদিকে আলোচনা করতে গেলে অনেক ব্যাপকতার প্রয়োজন। তবে এটা যে চিরসত্য তা সর্বসম্মত। যাঁদের বের করার যোগ্যতা আছে কেবল তাঁরাই বের করতে সক্ষম। তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন মহান পুরুষ হলেন ইমাম আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী আলাইহির রাহমাতুর রাহমান। যিনি কোরআনে কারীমের আয়াত থেকে নিজের জন্মসাল পর্যন্ত বের করেছেন।[২]

১। হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, পৃষ্টাঃ ৫৮ ✡ ২। মালফুযাত-ই আ'লা হযরত, পৃষ্টাঃ ৪১০

পবিত্র কোরআনে কারীম থেকে যে আয়াতের আবজাদ সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী ইমাম আ'লা হযরত (রাদ্বি.) নিজের জন্মসাল বের করেছেন সে আয়াত শরীফখানা হলোঃ

أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

অর্থাৎ, "তাঁরা হচ্ছেন সেসব ব্যক্তি,যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানের নকশা অঙ্কন করেছেন এবং নিজ পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন"।[৩]

সুবহানাল্লাহ! আসলেও এই আয়াতে কারিমার সাথে যেন ইমাম আ'লা হযরতের পবিত্র চরিত্রের এক নিবিড় সম্পর্ক।

বংশ পরিচিতি

আল্লামা শাহ মুহাম্মদ সাঈদ উল্লাহ খান (রহঃ) ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন কান্দাহারের ররেণ্য আলেমে দ্বীন ও বাহরুল উলুম।একসময় তিনি সুলতান মুহাম্মদ শাহ-এর সাহে লাহোর আগমণ করেন। সেখানখার "শীষমহল" ছিলো তাঁর জায়গীর।

আবার তিনি লাহোর থেকে দিল্লি গমণ করেন। সেখানে তিনি অনেকগুলো উচ্চ পদে সমুন্নত হন। এমনকি তিনি দিল্লিতে "সুজা-আত জঙ্গ" তথা "রণ-বীরত্ব" উপাধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন পাঠান গোত্রের বংশধর। আ'লা হযরত সেই মহান ব্যক্তির বংশধর। সুবহানাল্লাহ!

৩। সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং- ২২

বংশীয় শাজরা

ইমাম আ'লা হযরত (রাদ্বি) ছিলেন পাঠান বংশের লোক। তাঁদের পূর্বপুরুষ সবাই ছিলেন ইলম ও আমলের এক একজন মূর্তপ্রতীক। তাঁদের ইলম ও হিকমত দ্বারা যুগের পর যুগ ধরে মানুষ হেদায়াত লাভ করে আসছেন। প্রত্যেকই ছিলেন দ্বীনের বিজ্ঞ আলেম এবং বুযুর্গ।

নিম্নে ইমাম আ'লা হযরতের বংশীয় শাজরা পেশ করা হলোঃ

১। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ সাঈদ উল্লাহ খান

২। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ সা'আদত ইয়ার খান

৩। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আ'যম খান

৪। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হাফেয কাযেম আমী খান

৫। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ রেযা আলী খান

৬। মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হাকীম ফকিহ নক্কী আলী খান

৭। আ'লা হযরত,মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত,ইমামে আহলে সুন্নাত,

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী

(রাহিমাহুমুল্লাহুল বারী ওয়া নাওয়ারা মারাকিদাহুম)

নাম পরিচিতি

ইমাম আ'লা হযরতের জন্মের পর তাঁর দাদা মাওলানা রেযা আলী খান (রহঃ) আ'লা হযরতের নাম রাখেন "আহমদ রেযা"। আ'লা হযরতের পিতা আল্লামা নক্কী আলী খান (রহঃ) আ'লা হযরতকে "আহমদ মিয়া" বলে ডাকতেন। আর আ'লা হযরতের মাতা মুহাব্বত করে "আমান মিয়া" বলে ডাকতেন। জগতের সবাই তাঁকে আ'লা হযরত নামে চিনলেও তিনি নিজের নাম রাখেন "উবাইদুল মুস্তফা" অর্থাৎ আমার দয়াল নবীজির আদনা গোলাম। সুবহানাল্লাহ!

জন্মের পূর্বে পিতার অদ্ভুদ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

ইমাম আ'লা হযরতের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা একটি অদ্ভুদ স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য তিনি স্বীয় পিতা মাওলানা রেযা আলীর কাছে স্বপ্নের কথা খুলে বলেন। মাওলানা রেযা আলী খান (রহঃ) বলেনঃ

"প্রিয় পুত্র নক্কী আলী! তোমার ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হবে। যে হবে আরিফ বিল্লাহ। সে নিজের ইলম,ফাহক,হিকমত ও কামালত দ্বারা সারা বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সুপরিচিত হবে। সে মা'রিফাতের সমন্দর প্রবাহিত করে ইলম/জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে"। সুবহানাল্লাহ!

আসলেই ইমামে আ'লা হযরত (রাদ্বিঃ) তাঁর ইলম,হিকমত ও কামালাত দ্বারা সারা জগতে সুপরিচিতি লাভ করেছেন। রাফা'আল্লাহু দারাজাতাহু

মক্তবের উস্তাদকে কঠিন প্রশ্ন

ইমাম আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান বেরেলী আলাইহির রাহমাতুর রাহমানের বয়স তখন ছিলো মাত্র ৩ বছর। তিনি মক্তবের উস্তাদের নিকট আরবী বর্ণমালা শিখছিলেন। উস্তাদ মূখে মূখে "আলিফ-বা-তা-সা" পড়াচ্ছিলেন,ইমাম আ'লা হযরতও উস্তাদের অনুস্বরণ করে পড়ছিলেন। এভাবে পড়তে পড়তে যখন যুক্তাক্ষর "লাম আলিফ" (لا) আসলো, তখন আ'লা হযরত পড়া বন্ধ করে দিলেন। উস্তাদজ্বি প্রশ্ন করলেন "আহমদ রেযা! পড়ছোনা কেন?" ৩ বছরের শিশু আ'লা হযরত জবাব দিলেনঃ "উস্তাদজ্বি! ইতিপূর্বে তো লাম (ل) এবং আলিফ (ا) দুইটাই পড়লাম। এখন আবার নতুন করে একসাথে দুইটা পড়তে হবে কেন? পাশে ছিলেন আ'লা হযরতের দাদাজান মাওলানা রেযা আলী খান (রহ.)। তিনি আ'লা হযরতকে বললেনঃ "এদিক সেদিক কথাবার্তা না বলে উস্তাদ যা পড়ান তাই পড়ো। উস্তাদের আনুগত্য করো"। কিন্তু ইমাম আ'লা হযরতের অন্তর লাম-আলিফের ভেদ জানার জন্য বিচলিত হয়ে উঠলো। আ'লা হযরতের দাদাজানের আর বুঝতে দেড়ি হলোনা যে, "এই আহমদ রেযা যেমন তেমন শিশু নয়"।

আ'লা হযরতের উস্তাদজ্বি এই প্রশ্নের উত্তর দিলেনঃ "দেখো বাবা! তুমি প্রথমে যে আলিফ (ا) পড়েছিলে,তা প্রকৃতপক্ষে ছিলো হামযা। আলিফ সর্বদা সাকিন থাকে। আলিফ দ্বারা কোনো পদ বা শব্দ আরম্ভ করা যায়না। এজন্য আলিফকে প্রকাশ করার জন্য লামের সাথে যুক্ত করা হয়েছে"।

আ'লা হযরত আবার প্রশ্ন করলেনঃ "আলিফ উচ্চারণ করতে যদি আরেকটা অক্ষরের প্রয়োজন হয়,তাহলে লামের সাহায্য নিবো কেন? অন্য আরেকটা অক্ষরের সাহায্য নিলেও হতো। কিন্তু লামের মধ্যে কি রহস্য আছে?" প্রশ্ন শুনে উস্তাদজ্বি ইমাম আ'লা হযরতকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ "আহমদ রেযা! তোমার প্রশ্ন যথার্থ! লাম আর আলিফের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এজন্য আলিফকে উচ্চারণ করার জন্য লামকে নেওয়া হয়েছে। লাম ও আলিফের মধ্যে সাদৃশ্য হলোঃ লাম (لام) উচ্চারণ করতে গেলে তার মধ্যবর্তী অক্ষর হয় আলিফ। আর আলিফ (الف) উচ্চারণ করতে গেলে তার মধ্যবর্তী অক্ষর হয় লাম। সুতরাং আলিফ এবং লামের মাঝে এক নিবিড় সম্পর্ক।

কবির ভাষায়ঃ

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی
تا کس نا گوید بعد ازیں من دگرم تو دیگری

(মান তু শুদম তু মান শুদি,মান তান শুদম তু জাঁ শুদি

তা কাছ না গুয়দ বা'দ আযীঁ,মান দিগরম তু দিগরী)

অর্থাৎ, আমি হলাম তুমি,তুমি হলে আমি। আমি শরীর হলে তুমি হবে প্রাণ। যাতে এ কথা কেউ বলতে না পারে যে, আমরা দুজন ভিন্ন"।

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করুন ইমাম আ'লা হযরত শৈশবেই কত বিচক্ষণ ছিলেন।

মাত্র ৩ বছর বয়সেও মুখ থেকে কোরআনের একটি হরকতও ভুল বের হয়নি

আ'লা হযরত যখন শিশু ছিলেন তখন তাঁকে কুরআন পড়ানোর জন্য একজন মাওলানা সাহেব বাড়িতে আসতেন।

একদিন মাওলানা সাহেব শিশু আ'লা হযরতকে মশক দিতে গিয়ে একটি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করলেন এবং ইমাম আ'লা হযরতকে তাঁর মূখে মূখে তিলাওয়াত করার আদেশ করেন। ইমাম আ'লা হযরত তাঁর মূখে মূখে তিলাওয়াত করলেন ঠিকই,কিন্তু উস্তাদ যেখানে "যবর" উচ্চারণ করেছিলেন তিনি সেখানে "যের" উচ্চারণ করলেন। উস্তাদজ্বি বার বার এই আয়াত পড়াচ্ছিলেন আর প্রত্যেকবারই শিশু আ'লা হযরত "যবর" না পড়ে "যের" পড়তে লাগলেন। এই অবস্থা দেখে ইমামের দাদাজান মাওলানা রেযা আলী খান (রহঃ) তাঁকে আরেকখানা কোরআন শরীফ আনার জন্য ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তিনি সেই কুরআন শরীফ খুলে দেখলেন সেখানে "যবর" নয় বরং "যের"-ই আছে। মাওলানা সাহেব যে ছাপা থেকে মশক দিচ্ছিলেন সেটাতে কোনো ব্যক্তি ভুলে যবর দিয়ে দিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে ইমাম আ'লা হযরত যা পাঠ করেছিলেন তাই সঠিক ছিলো। দাদাজান ইমামকে বললেনঃ প্রিয় আহমদ! তুমি উস্তাদের মত যবর পড় কেন? তিনি উত্তর দিলেনঃ আমি চেষ্টা করেছি যবর পড়ার। কিন্তু প্রতিবারই আমার জবান থেকে যের বের হচ্ছিলো। সুবহানাল্লাহ!

শৈশবেই মুখে অনর্গল আরবী ভাষা

শৈশবে একদিন ইমাম আ'লা হযরত (রাদ্বিঃ) ঘরের বাহিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন একজন আরবী পোষাক পরিহিত বুযুর্গ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির নিকটে গেলেন। ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি ইমাম আ'লা হযরতের সাথে আরবী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। আল্লাহর আলৌকিক ক্ষমতায় শিশু বাচ্চা ইমাম আ'লা হযরতও ঐ ব্যক্তির সাথে দীর্ঘক্ষণ আরবী ভাষায় কথোপকথন করতে শুরু করলেন। ইমামের শৈশবের এই কারামত দেখে সবাই বুঝতে পারলেন এই শিশু আহমদ রেযা নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের মকবুল অলী। সুবহানাল্লাহ!

মাত্র ৬ বছর বয়সে অবাক করা বক্তব্য

ইমাম আ'লা হযরত (রাদ্বিঃ)-এর শৈশবকাল ছিলো বিস্ময়কর। যা ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি, তা থেকে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন।

মাত্র ৬ বছর বয়সে রবিউল আওয়াল মাসের কোনো একদিন ছরকার আ'লা হযরত মিম্বরে আরোহন করে ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ সম্পর্কে কোরআন সুন্নাহের দলিলভিত্তিক দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে লাগলেন। ইমামের জবান থেকে শুধু আমার দয়াল নবীজির শান বের হতে থাকে। এই ছোট শিশু আহমদ রেযার তাকরীর শুনে মজলিসের সকল আলেম উলামারা অবাক হয়ে যায়। তাঁরা ছরকার আ'লা হযরতকে বাহ! বাহ!! ধ্বনী দ্বারা মুখরিত করেন। সুবহানাল্লাহ!

মাত্র ৬ বছর বয়সে কিতাব রচনা

সাধারণত শৈশবে মানুষের মেধাশক্তি,স্মৃতিশক্তি কম থাকে। ৭/৮ বছর হওয়ার আগে তাদের কথাবার্তা যেন বেহুশ থাকে। তারা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভুল হয়,এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু ইমাম আ'লা হযরতের শৈশবকাল যেন এক অলৌকিক অবস্থা।

ইলমে নাহুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে "হেদায়াতুন নাহু"। যা ইলমে নাহু'র কঠিন একখানা কিতাব "কাফিয়া"র ধারাহিকতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবখানা বর্তমানে আলিয়া মাদ্রাসায় আলিম ক্লাসে পড়ানো হয়।ইমাম আ'লা হযরত (রাদ্বিঃ) মাত্র ছয় বছর বয়সে সেই কিতাবের একটি শরাহ তথা ব্যখ্যাগ্রন্থ রচনা করে ফেলেছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন, যে কিতাব বর্তমানে আলিম ক্লাসে পড়ানো হয়, ইমাম আ'লা হযরত সে কিতাবের শরাহ করে ফেলেছিলেন। তাও আবার মাত্র ছয় বছর বয়সে। ছয় বছর বয়সে একটি কিতাবের শরাহ রচনা করা সামান্য কথা নয়, তাও আবার ইলমে নাহুর সাবযেক্ট "হেদায়াতুন নাহু"।

বর্তমানে অনেক মৌলভীদেরও ইলমে নাহুর জ্ঞান নেই বললে চলে। আর সেখানে ৬ বছরের ইমাম আ'লা হযরতের কিতাব রচনা যেন এক অলৌকিক অবস্থা। সুবহানাল্লাহ!

মাত্র ১৪ বছর বয়সে ফাতাওয়া প্রদানের অনুমতিপ্রাপ্তি

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী (রাদ্বিঃ) মাত্র ১৪ বছর বয়সে শিক্ষার শেষসনদ লাভ করেন। যেদিন তিনি শিক্ষার শেষ সনদ লাভ করেন,সেদিন এক ব্যক্তি ছরকারে আ'লা হযরতের নিকট "রাদা'আত" তথা "দুগ্ধপান" সম্পর্কিত একটি কঠিন মাসয়ালার ফাতাওয়া আবেদন করেন। ইমাম আ'লা হযরত ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে সঠিক ফাতাওয়া প্রদান করেন।

ইমামের ফাতাওয়া প্রদানের এই দক্ষতা দেখে ইমামের পিতা ফকিহে যমাঁ আল্লামা হাকিম নক্কী আলী খান (রাদ্বিঃ) সাথে সাথে তাঁকে ফাতাওয়া প্রদানের অনুমতি দান করেন এবং ফাতাওয়া দেওয়ার দায়িত্বভার অর্পন করেন।

ইমাম আ'লা হযরতের অভিজ্ঞতা

ইমাম আ'লা হযরত ৫৫+ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

জ্ঞানসমুদ্রসমূহের মধ্যে অন্যতম এক সমুদ্র। পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র যদি বিদ্যাসাগর হয়, তাহলে ছরকারে আ'লা হযরতকে সেই সমুদ্র সৃষ্টিকারী বলা চলে। কারণ তাঁর জ্ঞান এতটাই উচ্চপর্যায়ের যে তাঁর জীবিনী রিসার্চ করলে তা আর বলার বাকি রাখে না। তাঁর জ্ঞানের পরিচিতি সারা জগতবাসী উপলব্ধি করছে।

ইমাম আ'লা হযরতের অভিজ্ঞতার ৫৫টি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। ইলমুল কুরআন

২। ইলমুল হাদীস

৩। ইলমুত তাফাসীর

৪। ইলমে উসুলে হাদীস

৫। ইলমে আসমাউর রিজাল

৬। ইলমে ফিকহ

৭। ইলমে উসুলে ফিকহ

৮। ইলমে আকাঈদ ওয়াল কালাম

৯। ইলমে ইলমে ফরায়েয

১০। ইলমে নাহু

১১। ইলমে সরফ

১২। ইলমে মায়ানী

১৩। ইলমে বয়ান

১৪। ইলমে বদী'

১৫। ইলমে আরুজ

১৬। ইলমে মুনাযারা

১৭। ইলমে মানতিক

১৮। ইলমে আদব

১৯। ইলমে ফিকহে হানাফি

২০। ইলমে জদল

২১। ইলমে ফালছাফা

২২। ইলমুল হিছাব (গণিত)

২৩। ইলমে হাইয়াত (জ্যেতির্বিদ্যা)

২৪। ইলমে হান্দাসা (জ্যামিতি)

২৫। ইলমে ক্বিরাত

২৬। ইলমে তাজভীদ

২৭। ইলমে তাসাউফ

২৮। ইলমে সুলুক

২৯। ইলমে আখলাক

৩০। ইলমে সিয়ার

৩১। ইলমে তারিখ

৩২। ইলমে লুগাত

৩৩। এরিসমাতক্বী

৩৪। যবর ও মুকাবালাহ

৩৫। হিছাবে সিত্তানী

৩৬। লগারিদম

৩৭। ইলমে তাওক্বীত

৩৮। ইলমে মুনাযারা ও মারায়াহ

৩৯। ইলমুল আকর

৪০। ইলমে যীজাত

৪১। মুছাল্লাসে কুরভী

৪২। মুছাল্লাসে মুসাত্তারাহ

৪৩। হায়াতে জাদিদা

৪৪। মুরাব্বায়াত

৪৫। ইলমে যফর

৪৬। ইলমে জায়েরযাহ

৪৭। আরবী গদ্য

৪৮। আরবী পদ্য

৪৯। ফার্সী গদ্য

৫০। ফার্সী পদ্য

৫১। হিন্দি গদ্য

৫২। হিন্দি পদ্য

৫৩। ইলমে কিতাবাত

৫৪। খত্তে নাসতালিক (ক্যালিগ্রাফি)

৫৫। তাজভীদসহ ক্বিরাত

গণিত শাস্ত্রে ইমামের পান্ডিত্য

“আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়” নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই! সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন **“ডক্টর স্যার যিয়া উদ্দিন”**। তিনি গণিতশাস্ত্রে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি গণিতশাস্ত্রে বিদেশী ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এবং গণিতশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার জন্য তিনি স্বর্ণ পদকও পেয়েছিলেন।

ডক্টর স্যার যিয়া উদ্দিন একবার গাণিতিক একটা সমস্যায় পড়লেন। এটার কোনো সমাধান তিনি খোঁজে পাচ্ছিলেন না। যার ফলে তিনি এই গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য জার্মান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত দেখে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম বিভাগের অধ্যাপক মাওলানা সায়্যিদ সুলাইমান আশরাফ (রহঃ) তাঁকে জার্মান না গিয়ে ছরকারে আ’লা হযরতের দরবারে আসার পরামর্শ দেন। অতঃপর তিনি সেই পরামর্শ মুতাবিক জার্মান না গিয়ে চলে আসেন ইমাম আ’লা হযরত (রহঃ)-এর দরবারে। আ’লা হযরত বললেন, “আপনার কোন সমস্যার সমাধান চাই বলুন”।

স্যার যিয়া উদ্দিন বললেনঃ “ হযরত! আমার এই সমস্যাটা এতই জটিল যে, বিস্তারিত ছাড়া আমি সংক্ষেপে বলতে পারবো না”। আ’লা হযরত বললেনঃ “তাহলে বিস্তারিতই বলুন”। স্যার যিয়া উদ্দিন বিস্তারিত বললেন। ইমাম আ’লা হযরত স্যার যিয়া উদ্দিনের বক্তব্য শুনার পর সাথে সাথে সেই গাণিতিক সমস্যার সন্তোষজনক জবাব দিয়ে দিলেন। স্যার যিয়া উদ্দিন ইমাম আ’লা হযরতের এই

জবাব ও পান্ডিত্য দেখে অবাক চোখে কতক্ষণ ছরকারে আ'লা হযরতের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এবং ইমাম আ'লা হযরতকে বললেনঃ " হযরত! আমি কত চেষ্টা সাধনা করলাম,কিন্তু কোনো ভাবেই এটার আনসার মিলাতে পারলাম না। মাওলানা সুলাইমান সাহেবের পরামর্শে আমি আপনার নিকট না আসলে এখন আমাকে জার্মান যেতে হতো। আর আপনি এতো সহজেই উত্তরটা দিয়ে দিলেন! আপনার উত্তর শুনে মনে হচ্ছে যেন আপনি এই সমস্যাটা নিজ চোখে বইতে দেখতে পাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! দেখলেন তো ইমাম আ'লা হযরতের অভিজ্ঞতা? তিনি শুধু এই গণিত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না, বরং আরও বিভিন্ন জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায়ও তাঁর দখল ছিলো। তাঁর জ্ঞানের পূর্নতা এতটাই ছিলো যে, দুশমনরাও তা স্বীকার করতো।

এজন্য স্যার যিয়া উদ্দিন বলেছিলেনঃ

"ভারতবর্ষে ইমাম আহমদ রেযার মত এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তি থাকার পরেও জ্ঞানার্জনের জন্য আমরা ইউরোপে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছি"।

আল্লামা ডক্টর ইকবাল (রহঃ) বলেনঃ

"জ্ঞানের দিক থেকে ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলী (রহঃ) হলেন বর্তমান যামানার জন্য ইমাম আ'যম আবু হানিফা (রহঃ)"

ইমাম আ'লা হযরতের স্মৃতিশক্তি

ইমাম আ'লা হযরতের স্মৃতিশক্তি ছিলো সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেকটা বিস্ময়কর। শৈশবেও তিনি যখন মক্তবে ছবক নিতেন,তখন কিতাব ১/২ বার দেখে বন্ধ করে দিতেন। উস্তাদ যখন পড়া নিতেন তখন দেখতেন আ'লা হযরত কতটা স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

আ'লা হযরতকে বিভিন্ন কিতাবাদির রেফারেন্স সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে,ইমামের উপস্থিত জবাব দেখে আলেম উলামারা হতভম্ভ হয়ে যেত।

যেমনঃ দারুল ইফতায় কর্মরত যারা ছিলেন তাঁরা ইমাম আ'লা হযরতকে প্রশ্ন করলেন যেকোনো কয়েকটি কিতাবের ভিন্ন ভিন্ন ইবারত সম্পর্কে। যা তাদের খোঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিলো। আমার আক্বা,ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলী (রাদ্বিঃ) তাদেরকে উত্তর দিতেনঃ

এটা নতুন কি? অমুক ইবারত ইবনে হুমামের **"ফাতহুল কাদির"**-এর এত পৃষ্টায় আছে। অমুক ইবারত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী'র **"রদ্দুল মুহতার"**-এর এত খন্ডের এত পৃষ্টায় আছে। অমুক ইবারত **"ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া"**-এর অমুক পৃষ্টায় আছে"। যখন এই কিতাবগুলো খুলা হতো তখন দেখা যেত যে ইমাম আ'লা হযরত যেভাবে কিতাবের নাম,খন্ড ও পৃষ্টা উল্লেখ করেছেন,ঠিক সেভাবেই উল্লেখ রয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

ট্রেন সফরে আ'লা হযরতের কারামত

আল্লামা যুফার উদ্দিন বিহারী (রহঃ) ইমাম আ'লা হযরতের জীবনীর উপর তাঁর মশহুর কিতাব **"হায়াতে আ'লা হযরত"** নামক কিতাবের ৩য় খন্ডের **১৯০** পৃষ্টায় উল্লেখ করেন- সায়্যিদ আয়্যুব আলী শাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন,

ইমাম আ'লা হযরত একবার ট্রেনে ফিলিবেত থেকে বেরেলী যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নওয়াবগঞ্জ ষ্টেশনে শুধু ২ মিনিটের জন্য ট্রেন থামে। সাথে সাথে মাগরীবের আযান হলো। ইমাম আ'লা হযরত ইকামত দিয়ে তাকবীর বেঁধে নিলেন। তারপর ৫ জন লোক আ'লা হযরতের পিছনে ইকতিদা করেন।

অতঃপর নামাযের মধ্যেই ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যায়। কারণ ট্রেন থামে মাত্র ২ মিনিটের জন্য। আর ২ মিনিটে নামায শেষ করা সম্ভব নয়। এক অমুসলিম গার্ড ট্রেন চলে যাওয়ার জন্য সবুজ পতাকা নাড়াতে লাগলো। কিন্তু ট্রেন চলতে পারছিলোনা। হাজার চেষ্টা করেও তাঁরা ট্রেন চালাতে পারছিলো না। ইমাম আ'লা হযরত শান্তিপূর্ণভাবে মাগরীবের ৩ রাকাত ফরয নামায আদায় করে যখনই সালাম ফিরালেন সাথে সাথে ট্রেন চলতে শুরু করলো। সুবহানাল্লাহ! ইমামের এই কারামত দেখে পিছনের মুক্তাদিরা সবাই অবাক হয়ে গেল। এবং তাঁরআ সবাই ইমামের কারামত দেখে বিস্মিত সুরে সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!! পড়তে লাগলেন। আল্লাহু-আকবার কাবীরা!

চলে যাওয়া ট্রেন আবার ফিরত আসলো

আল্লামা শাহ মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ (রহঃ) ছিলেন ইমাম আ'লা হযরত (রাদ্বিঃ)-এর খলিফাগণের মধ্যে অন্যতম একজন খলিফা। তিনি একবার বেরেলী শরীফ এসেছিলেন। সেখানে অবস্থানের পর কোনো একদিন ফযরের নামাজ আদায় করে মিরেঠ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এবং রেল স্টেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ততক্ষণে ট্রেন ছাড়ার সময় মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকি। হাতে কম সময় নিয়েই তিনি আপন মুর্শিদ ছরকার আ'লা হযরতের সাথে বিদায় সাক্ষাত করতে এলেন। ইমাম আ'লা হযরত বললেলঃ "তুমি নাশতা করে যাও"। তিনি বললেনঃ "হযরত! ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। আমার হাতে তো সময় নেই"। ইমাম আ'লা হযরত বললেনঃ "তুমি ট্রেন পাবে ইনশা-আল্লাহ!" তিনি আপন মুর্শিদের কথায় আস্তা রেখে বসে পড়লেন। নাস্তা আসতেও লেইট হলো। কিছুক্ষণ পর নাস্তা আসলে তিনি নাস্তা করে ইমামের সাথে বিদায় সাক্ষাত করে রেল স্টেশন চলে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন আধা ঘন্টা আগেই ট্রেন চলে গেছে। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এসিস্টেন স্টেশন মাস্টার ছিলেন তাঁর পীর ভাই। উনার কাছে গিয়ে বললেনঃ "ভাই! আমাকে ইমাম আ'লা হযরত বললেন ট্রেন পাবো,কিন্তু ট্রেন তো চলে গেলো আধা ঘন্টা আগে। এটা কিভাবে হতে পারে? ঠিক সেই সময় টেলিফোনে খবর আসলো- কিছুক্ষণ পূর্বে যে ট্রেন ছেড়েছে,পথিমধ্যে এই ট্রেনের ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা যাওয়ায় এটা আবার

বেরেলীর স্টেশনে ফিরে আসছে। এই খবর শুনে মাওলানা সাহেবের অন্তরে আনন্দ আসলো এবং কিছুক্ষন পর ট্রেন ফিরে আসলে মেরামত হওয়ার পর তিনি সেই ট্রেনে চড়ে চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ!

আ'লা হযরতের কাছে যাদুকর পরাজিত

"তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রেযা" নামক কিতাবের ৭৭ পৃষ্টায় বর্ণিত আছে, ইমাম আ'লা হযরত একদিন মসজিদে নামায আদায় করে আপন মহল্লার দিকে আসছিলেন। রাস্তায় দেখলে পেলেন কিছু মানুষ ভীড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আ'লা হযরত সেখানে গেলেন। গিয়ে দেখলেন একজন যাদুকর তিন কুলি পানি একটি পাত্রে নিয়ে উপরে উঠাচ্ছে। আর মানুষ তা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

ইমাম আ'লা হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তুমি কি শুধু পানিই উপরে উঠাতে পারো নাকি অন্যকিছুও?" ঐ যাদুকর বললোঃ "আমি সব উঠাতে পারি,যা দিবেন তাই উঠিয়ে দেখাবো"। ইমাম আ'লা হযরত নিজের পা থেকে তাঁর জুতা খুললেন এবং বললেনঃ "তুমি আমার জুতা উপরে উঠানো তো দূরের কথা, এখন আমার জুতা যে জায়গায় আছে সে জায়গা থেকে সরিয়ে দেখাও তো"। ঐ যাদুকর ইমামের জুতা-

-মুবারক সরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সে জায়গা থেকে জুতা সরাতে পারলো না। আ'লা হযরত বললেন "বাদ দাও! তুমি পারবেনা। আমার জুতা সরানোর দরকার নেই। এখন তুমি তোমার নিজের পাত্রটা জায়গা থেকে সরিয়ে দেখাও তো দেখি!" ঐ যাদুকর রবার নিজের পাত্র জায়গা থেকে সরানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই পাত্রটা জায়গা থেকে সরাতে পারলো না। সাথে সাথে ঐ যাদুকর ইমাম আ'লা হযরতের কদমে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো। ছরকারে আ'লা হযরতের অশেষ ফুয়ুযাত তার তাকদীরে জুটলো। সুবহানাল্লাহ!

সাগরে বিপদগ্রস্থ জাহাজ রক্ষা পেলো

ইমাম আ'লা হযরত বর্ণনা করেন, ২৩ বছর বয়সে, ১২৯৫ হিজরী সনে আমি আমার পিতা-মাতার সাথে সর্বপ্রথম হারামাঈন শারিফাঈন গেলাম। সেখান থেকে ফিরার সময় তিনদিন পর্যন্ত তোফান চলছিলো। আমরা জাহাজে ছিলাম। এমন মারাত্বকভাবে তোফান চলছিলো যে জাহাজে থাকা লোকেরা তাদের মৃত্যু নিশ্চিত মনে করলো। এই ভয়ংকর তোফানের বর্ণনা দিতে গেলে অনেক ব্যাপকতার প্রয়োজন। জাহাজে থাকা মানুষরা তোফানের ভয়ংকর প্রবণতা দেখে সবাই নিজের গায়ে কাফনের কাপড় পরিধান করে নিলো। আমার পিতা-মাতাও

ভয়ে থড়থড় করে কাঁপছিলেন। এমতাবস্থায় আমি চিৎকার দিয়ে বললামঃ **"আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। আল্লাহর কসম! এই জাহাজ ডুববে না"** অতঃপর আমি রাসূল ﷺ-এর হাদিস শরীফে বর্ণিত "নৌকা ডুবা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া পাঠ করলাম"। অতঃপর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তোফান বন্ধ হয়ে গেলো। হাজী বহনকারী জাহাজ মরণফাঁদ থেকে রক্ষা পেলো। আমি আল্লাহ পাকের নামের কসম খেয়ে এজন্যই বলছিলাম যে, আমার রাসূলের কথা অবশ্যই শতভাগ সত্য। সুবহানাল্লাহ!

কুকুরকে ওয়াহাবী বলা যাবে না

একবার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা সুরতী (রহঃ)-এর পুত্র সুলতানুল ওয়ায়েজিন, আল্লামা আব্দুল আহাদ রেযভী পিলীভিতী (রহঃ) ছরকার আ'লা হযরতের খেদমতে বেরেলী শরীফে আসলেন। তখন তিনি "দারুল ইফতা"র সামনে একটি কুকুরকে দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি একজনকে বললেনঃ "এই ওয়াহাবী (কুকুর)-টাকে তাড়িয়ে দাও তো"। ইমাম আ'লা হযরত তাঁর এই কথাটা শুনলেন এবং সাথে সাথে বললেনঃ "মাওলানা! ঐ কুকুর তো কখনো ছরকারে মদিনা আকায়ে কারীম ﷺ-এর শানে কখনো বেয়াদবী করেনি। সুতরাং আপনি যা বললেন তা ফিরিয়ে নিন। কুকুর অপবিত্র হতে পারে,কিন্তু ওয়াহাবীদের মত বেয়াদবে রাসূল নয়"।

"বেয়াদবে রাসূল কুকুরের চাইতেও নিকৃষ্ট" –(মারুফ বিল্লাহ)

কুয়ার পানি উপরে উঠে এলো

ইমাম আ’লা হযরত যখন দ্বিতীয় বার হজ্বে গেলেন তখন ছিলো **১৩২৩** হিজরী। মক্কাতুল মু‘আযযামায় হজ্বের ফরযসমূহ আদায় করে মদিনা শরীফে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। উল্লেখ্য যে আগের যুগে হাজীরা উট-গাধায় আরোহণ করে হজ্বে যেতেন। তাই অনেক সময় লাগতো। ইমাম আ’লা হযরতের কফেলা যখন মদিনা শরীফে পৌঁছালো,তখন যোহরের আযান হয়। ইমামের কাফেলার সবাই অযু করার জন্য পানির তালাশে বের হন। ইমাম আ’লা হযরতও তাঁদের সাথে পানির তালাশে বের হলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর সামনে দেখলেন একটা পানির কুয়া দেখা যাচ্ছে। এই কোয়াটা অনেক গভীর ছিলো। ইমাম আ’লা হযরতের খাদিম মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) কুয়া থেকে পানি তুলার জন্য একটা বালতিতে রশি বেঁধে ঐ কুয়াতে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কুয়া এতটাই গভীর ছিলো যে তাঁর রশি বাঁধা বালতিটা কুয়ার পানি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছালো না। অতঃপর তিনি তাঁর পাগরি খুলে ঐ রশির সাথে গিট দিয়ে লম্বা করলেন এবং কুয়া থেকে পানি তুললেন। এবার ছরকার আ’লা হযরত এসে মাত্র কয়েক হাত লম্বা রশিতে বালতি বেঁধে কুয়াতে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় ইমাম আ’লা হযরত অলৌকিকভাবে মাত্র কয়েক হাত লম্বা রশি দ্বারা পানি তুলতে শুরু করলেন। ইমাম আ’লা হযরতের এই কারামত দেখে সবাই অবাক অবাক হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি!

এক ব্যক্তি ফাঁসি থেকে রেহাই পেলো

তখন **১৯০১** খ্রিষ্টাব্দ। ইমাম আ’লা হযরত (রাদ্বিঃ)-এর মুরিদ ছিলেন,যার নাম ছিলো- “আলী খান ছাহেব (রহঃ)”। একদিন তিনি শিকার করার উদ্দেশ্যে বন্দুক নিয়ে ভাইসুরি গ্রামে গেলেন। সেখানে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা গুলি গিয়ে পরলো একজন মানুষের গায়ে। সাথে সাথে এই মানুষটি মারা যায়। আলী খান সাহেবকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর উপর ফাঁসির হুকুম জারি হয়।

এই খবর শুনে কিছু ভক্তগণ ইমাম আ’লা হযরতের নিকট এসে ঘটনা খুলে বলেন। ইমাম আ’লা হযরত ঘটনা শুনে বললেনঃ **“যাও, আমি তাকে ফাঁসি থেকে মুক্ত করে দিলাম”**। ইমাম এই কথা বলেছেন খবর পেয়ে আলী খান সাহেবের অন্তরে আনন্দের সঞ্চার হয়। যেদিন ফাঁসি হবে সেদিন কিছু লোক আলী খান সাহেবের সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কান্না শুরু করেন। আলী খান সাহেব বলেনঃ “তোমরা কাঁদছো কেন? আরে! আমার মুরশিদে কারীম ইমাম আ’লা হযরত বলেছেন আমার ফাঁসি হবে না। সুতরাং আমি একথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আনন্দেই আছি। আজকে আমার ফাঁসি নয় বরং মুক্তি হবে। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও,কিছুক্ষণ পর আমি আসছি বাড়িতে”। অতঃপর তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো। সাথে সাথে নির্দেশ আসলো “বৃটিশ শাসকের ছেলের মুকুট ধারণ উপলক্ষে কিছু সংখ্যক কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হউক। ততক্ষনাত আলী খান সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হলো। সুবহানাল্লাহ!

সাক্ষাতকারীর মনের খবর বলে দিলেন

ছদরুল আফাযিল আল্লামা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহঃ) এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন শাইখুল হাদীস আল্লামা সায়্যিদ দিদার আলী খান (রহঃ)। একবার নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহঃ) সায়্যিদ দিদার আলী খান (রহঃ)-কে বললেনঃ "বেরেলীতে একজন মহান বুজুর্গ আছেন, যার নাম ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী। আসুন আমরা দুজন তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আসি"। একথা শুনে সায়্যিদ দিদার আলী খান (রহঃ) বললেনঃ "আমি তাঁর সম্পর্কে জানি। তিনি পাঠান বংশের লোক। তাঁর মেজাজ খুব কড়াব ও তিনি খুব রাগি। তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আমি যাবো না"। অতঃপর আল্লামা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহঃ) তাঁকে অনেকবার অনোরোধ করার পর একপ্রকার জোড় করেই বেরেলীতে নিয়ে আসলেন। বেরেলী শরীফে এসে তাঁরা ইমাম আ'লা হযরতের সাথে সাক্ষাত,কুলাকুলি ও মুসাফাহা করলেন। মাওলানা দিদার আলী খান সাহেব (রহঃ) ইমাম আ'লা হযরতকে প্রশ্ন করলেনঃ "হযরত আপনার মেজাজ শরীফ কেমন?" ইমাম আ'লা হযরত মুচকি হেসে তাঁকে বললেনঃ "সায়্যিদ সাহেব! আমি তো পাঠান বংশের লোক,আমার মেজাজ খুব কঠিন এবং আমি খুব রাগি প্রকৃতির"। একথা বলে ইমাম আ'লা হযরত মুচকি মুচকি হাসলেন। ইমামের এই কথা শুনে দিদার আলী খান সাহেব অবাক হয়ে বললেনঃ "আমরা একথা আলোচনা করলাম মুরাদাবাদে,আর আ'লা হযরত বেরেলী থেকে এই খবর কিভাবে জানলেন! আ'লা হযরতের এই কারামত

দেখে সাথে সাথে দুজন ইমাম আ'লা হযরতের হাতে চুম্বন করলেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রেযভীয়্যাহ'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য যে তাঁরা ইমাম আ'লা হযরতের সুযোগ্য খলিফাও ছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

তুফান থেকে নৌকা রক্ষা পেলো

সদরুশ শরীয়াহ আল্লামা আমজাদ আলী আযমী (রহঃ) ছিলেন ইমাম আ'লা হযরতের সুযোগ্য খলিফা। তিনি বলেন-

"আমরা একদিন ইমাম আ'লা হযরতের নিকট হাদীসের দরস নিচ্ছিলাম। হঠাত আ'লা হযরত উঠে পড়লেন এবং চিন্তাযুক্ত অবস্থায় বাহিরে চলে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কারণ, তিনি কখনো এরকম বের হয়ে যাননি। পনেরো মিনিট পর তিনি পেরেশান অবস্থায় ফিরে আসলেন। তখন তাঁর জামা ভিজা ছিলো। তিনি আমাকে ডাক দিলেন এবং বললেনঃ "আমজাদ আলী! আমার জন্য একটা শুকনা কাপর নিয়ে আসো"। আমি শুকনা কাপর এনে দেওয়ার পর তিনি সেটা পরিধান করলেন এবং আবারো হাদিসের দরস দিতে বসে গেলেন। আমি এই আজব ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেলাম এবং মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে গেলো। আমি ইমামকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলাম না। এই দিনের তারিখটা আমার ডায়েরীতে লিখে রাখলাম,দেখি কি হয়। ১১ দিন পর কিছু লোক ইমামের নিকট কিছু হাদিয়া ও তোহফা নিয়ে আসলেন। তারা কয়েকদিন ইমামের

দরবারে অবস্থান করলেন। কয়েকদিন থাকার পর তাঁরা যখন বিদায় হয়ে যাবেন তখন আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলামঃ "আপনারা কোথা থেকে,কিভাবে,কেন বেরেলীতে এসেছেন?" তারা জবাব দিলোঃ "আমরা অমুক তারিখে নৌকা দিয়ে অমুক জায়গায় যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে ভয়ংকর এক তোফান দেখা দেয়। আমাদের নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিলো। এমন সময় আমরা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ছাহেব কিবলা'র নামে মান্নত করে তাঁকে উছিলা করে দোয়া করেছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি এসে আমাদের নৌকার একপাশ ধরে ঘাট লাগিয়ে দিলেন। ইমামের নামের উছিলায় আল্লাহ'র দেয়া গায়েবী ব্যক্তির সাহায্যে আমরা ঐ মুসিবত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। এজন্য আমরা ছরকার আ'লা হযরতের নিকট হাদিয়া নিয়ে এসেছি"।

একথা শুনে সদরুশ শরীয়াহ আল্লামা আমজাদ আলী আজমী (রহঃ) বুঝতে পারলেন, ঐদিন ইমাম আ'লা হযরত কেন হাদিসের দরস থেকে উঠে গিয়েছিলেন এবং কেন তাঁর জামা ভিজা ছিলো!

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

আল্লাহ'র অলিগণের কারামত সত্য। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। আল্লাহ'র দেয়া এই ক্ষমতায় তাঁরা মানুষকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন - (আহমদ রেযা মারুফ বিল্লাহ কাদেরী)

সব শসা খেয়ে ফেললেন

ছরকার আ'লা হযরত (রাদ্বিঃ) একবার একটি দাওয়াতে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর কিছু মুরিদানও ছিলেন। ইমাম আ'লা হযরতের সামনে খাবার দেয়া হলো। সবাই ইমাম আ'লা হযরতে খাবার শুরু করার অপেক্ষায় রইলেন।

এখান থেকে একটা বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক যে, কোনো বুযুর্গের সাথে খাবার খেতে বসলে, তাঁর আগে খাবার শুরু না করা। আর এটাই আদব। - (আহমদ রেযা মারুফ বিল্লাহ কাদেরী)

ইমাম আ'লা হযরত শসা'র তালা থেকে এক টুকরা শসা নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। অতঃপর সবাই খাওয়ার জন্য সেই শসার তালা'র দিকে হাত বাড়ালেন। ইমাম আ'লা হযরত তাঁদের হাত ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ "সব শসা আমি একাই খাবো"। অতঃপর তিনি সব শসা খেয়ে ফেললেন। ইমাম আ'লা হযরতের এই কান্ড দেখে উপস্থিত মুরিদানরা সবাই অবাক হয়ে যায়। তাঁরা ইমামকে বললেনঃ "হযরত! আপনি তো সবসময় খুব কম খাবার খান। আজকে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই একা সব শসা খেয়ে ফেললেন কেন! এরকম তো আর কোনোদিন দেখিনি!!" ইমাম আ'লা হযরত তাঁদের প্রশ্নের জবাবে বললেনঃ " দেখো! আমি যখন শসার প্রথম টুকরাটা মূখে নিলাম দেখলাম এটা খুব তিক্ত ছিলো। দ্বিতীয়বার যখন মূখে দিলাম তখনও খুব তিক্ত ছিলো। তৃতীয়বার যখন মূখে দিলাম তখনো খুব তিক্ত ছিলো। আমি ভাবলাম, কেউ যেন এই তিক্ত শসা মূখে নিয়ে থু থু করে ফেলে দেয়। কারণ শসা খাওয়া আমার দয়াল নবীজির

সুন্নাত। তাই আমি চাইলাম না কেউ এটাকে তিক্ততার কারণেও থু থু করে ফেলে দিক"। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!!

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন একজন মানুষের মনে নবীজির সুন্নাতের কতটুকু তা'যিম থাকলে সে এই কাজ করতে পারে। ইমাম আ'লা হযরত ঐ ব্যক্তি যিনি সর্বদা দয়াল নবীজির সুন্নাত মুতাবিক জীবপ যাপন করেছেন। এটাই ছিলো ইমাম আ'লা হযরতের এক যিন্দা কারামত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতের আ'লা মাকাম দান করুন। আমীন।

আওলাদে রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্মান

একবার বেরেলী শহরে একটি মাহফিলে আ'লা হযরতকে দাওয়াত করা হলো। মাহফিল কর্তৃপক্ষ ইমাম আ'লা হযরতকে মাহফিলে নেওয়ার জন্য তাঁর সম্মানে কিছু লোককে পালকি দিয়ে পাঠালো। আ'লা হযরত সেই পালকিতে উঠলেন। লোকেরা কাধে করে আ'লা হযরতকে পালকি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে আ'লা হযরত পালকি বহনকারীদেরকে বললেনঃ "থামোন!"। সবাই থেমে গেলো। ইমাম আ'লা হযরত তাঁদেরকে বললেনঃ "নিশ্চই আপনাদের মধ্যে কেউ আওলাদে রাসূল রয়েছেন। আমি আল্লাহ'র শপথ দিয়ে বলছি, আপনাদের মধ্যে কে আওলাদে রাসূল পরিচয় দিন"। তখন এক ব্যক্তি বললেনঃ "হযরত! আমি আওলাদে রাসূল ﷺ । ইমাম আ'লা হযরত বললেনঃ "আপনি এটা কি করছেন? আপনি আওলাদে রাসূল হয়ে এই কাজ কেন করছেন?" ঐ লোকটি জবাব

দিলেনঃ "হযরত! আওলাদে রাসূলের জন্য ভিক্ষা করা,যাকাত নেওয়া জায়েজ নেই। সেই জন্য অপারগ হয়ে শ্রমের কাজ করছি"। ইমাম আ'লা হযরত বললেনঃ "আপনি নিজে পালকিতে উঠুন। আপনি আমাকে পালকিতে করে যতটুকু জায়গা কাধে করে নিয়ে আসছেন এর বিনিময়ে আমি আপনাকে সারা বেরেলী শহর কাধে করে নিয়ে চড়াবো। কারণ, হাশরের ময়দানে যদি দয়াল নবীজি আমাকে প্রশ্ন করেনঃ "আহমদ রেযা! তুমি আমার আওলাদের কাধে উঠেছিলে কেন?" তখন আমি মোস্তফার সামনে কিভাবে মূখ দেখাবো?" সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন একজন মানুষের মনে আওলাদে রাসূলের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা থাকলে এই কথা বলতে পারেন! ইমাম আ'লা হযরত জগত বিখ্যাত আলেম হওয়ার পরেও আওলাদে রাসূলের প্রতি তাঁর সম্মান ছিলো অতুলনীয়।

রাসূল ﷺ-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা

আমার ছরকার,আ'লা হযরত,মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত,শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) ছিলেন নবী প্রেমের এক অতুলনীয় নিদর্শন। রাসূল প্রেমে আঙ্গার হওয়া একটি হৃদয়ের নাম "ইমাম আ'লা হযরত"। তাঁর আপাদমস্তক নবীপ্রেমের এক বাস্তব নমুনা ছিলো। দয়াল নবীজির শানে লিখিত, তাঁর অনবদ্য রচনা না'তে রাসূলের বাহার **"হাদায়িক্বে বখশিশ"** দয়াল নবীজির প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি দুনিয়ার

রাজা,বাদশাহ কারোর শানে কোনো কিছু কোনোদিন লিখেননি আর না কিছু বলেছেন। তিনি কেবল মোস্তফার গোলামীতেই মশগুল ছিলেন। সারা জীবনে তিনি দয়াল নবীজির শানে যা কিছু লিখেছেন সেগুলো যেন তাঁর কলমের কালি থেকে প্রকাশ হয়নি বরং তাঁর সাথে ছিলো অন্তরের অন্তঃস্থলের সম্পর্ক। দয়াল নবীজির শানে লিখা তাঁর অনবদ্য রচনা **"হাদায়িকে বখশিশ"**-এর প্রতিটি চরণ নবীপাকের প্রতি তাঁর নজিরবিহীন ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। সারা জগতের মানুষ তাঁকে ইমাম আ'লা হযরত উপাধিতে ভূষিত করলেও তিনি নিজেকে মোস্তফার আদনা গোলাম মনে করতেন। এজন্য নিজের নাম নিজেই রেখেছিলেন "উবায়দুল মোস্তফা"। মানে **"মোস্তফার এক ক্ষুদ্র গোলাম"**। প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন, তিনি নিজেকে আব্দুল মোস্তফা বলেননি। বরং উবায়দুল মোস্তফা বলেছেন। "আবদুন" অর্থ হচ্ছে গোলাম। আর "উবায়দুন" হচ্ছে "আবদুন"-এর তাসগীর। অর্থ মোস্তফা'র ছোট/ক্ষুদ্র/আদনা গোলাম। সুবহানাল্লাহ!

তিনি নবী পাকের প্রতি এতটাই মুহাব্বত ছিলো যে, কোনোদিন সবুজ ঘাসের উপর জুতা পড়ে হাটেননি। কারণ, আমার দয়াল নবীজির রওযা শরীফের গুম্বজ হচ্ছে সবুজ। রাসূলে পাকের মুহাব্বত তাঁর অনন্তরে এতটাই ছিলো যে তিনি বলতেনঃ **"আমার কলিজাটাকে যদি দুই ভাগ করা হয়,তাহলে তোমরা দেখতে পাবে আমার কলিজার একপাশে লিখা আছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এবং আরেক পাশে লিখা আছে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা"।**

তিনি যে হাতে রাসূলের শানে কিছু লিখতেন, সে হাতে বাতিল ফিরকাদের সম্পর্কে কিছু লিখতেন না। এজন্য তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে গেলে বাম হাত ব্যবহার করতেন। বাতিলরা যখন দয়াল নবীজির শান ছোট করে কিছু বলতো,তিনি তখন সহ্য করতে পারতেন না। তাদের বিরুদ্ধে তখন তিনি কলম ধরতেন।

ইমাম আ'লা হযরতের সুযোগ্য খলিফা আল্লামা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহঃ) একদিন আ'লা হযরতকে প্রশ্ন করলেনঃ “হযরত! আপনি বাতিলের বিরুদ্ধে যেভাবে কলম ধরেছেন,এখনতো চতুর্দিকে আপনার দুশমন সৃষ্টি হয়ে গেছে। আপনার তো জানেরই নিরাপত্তা নেই। আপনার জন্য আমার ভয় হয়। এরকম আপোষহীন আন্দোলন ও তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া লিখনী না লিখলে কি হয় না হুজুর?” ইমাম আ'লা হযরত জবাব দিলেনঃ “হে নঈমুদ্দিন! আমি বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলন করার পূর্বে তারা আমার আকা,মালিক ও মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শানে কটাক্ষ করতো,কিন্তু আমি যখন তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েছি তখন তারা রাসূলের প্রতি কটাক্ষ ভুলে গিয়ে আমার প্রতি শত্রুতা শুরু করেছে। তারা যদি রাসূলের অপমান ভুলে গিয়ে আমি আহমদ রেযা'র প্রতি শত্রুতা স্থাপন করে,আমাকে গালি দেয়,আমাকে হত্যাও করে তবুও আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি আহমদ রেযা শানে রিসালাতের জন্য ঢাল স্বরূপ আপোষহীন আন্দোলন করে যাবো”। সুবহানাল্লাহ!

একবার ছরকারে আ'লা হযরত তাঁর মুরিদানদের মধ্যে অন্যতম একজন আলেমকে একখানা দুরুদ শরীফ লিখার আদেশ করেন। ঐ মাওলানা সাহেব দয়াল নবীজির প্রশংসা দ্বারা একখানা দুরুদ শরীফ লিখে ইমাম আ'লা হযরতের নিকট পেশ করেন। ইমাম আ'লা হযরত দেখতে পেলেন এই দুরুদ শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শান লিখতে গিয়ে মাওলানা সাহেব "হুসাইন" শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ইমাম আ'লা হযরত এই "হুসাইন" শব্দটা দুরুদ শরীফ থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। মাওলানা সাহেব প্রশ্ন করলেনঃ "হযরত! আপনি এই "হুসাইন" শব্দটা বাদ দিয়ে দিলেন কেন?" ইমাম আ'লা হযরত জবাব দিলেনঃ "হুসাইন" শব্দটি তাসগীর হয়ে এসেছে। যা দ্বারা ছোট বুঝানো হয়। আমার রাসূলের শানে কোনো তাসগীর হওয়া শব্দ প্রয়োগ হতে পারে না। এজন্য এটা আমি পছন্দ করলাম না তাই বাদ দিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! এই হলেন আমার আক্বা ইমাম আ'লা হযরত। যিনি রাসূলের শানে শব্দ প্রয়োগেও ছিলেন খুব সচেতন। তাঁর লিখা কিতাবসমূহ'র প্রত্যেকটা পাতায় পাতায় আমার দয়াল নবীজির শান লিপিবদ্ধ। ইমাম আ'লা হযরত কতবড় আশ্বেকে রাসূল ছিলেন সেটা তাঁরাই বুঝতে পারে যারা তার কিতাব পর্যালোচনা করেন। আল্লাহ তায়ালা ইমামের ফুয়ুযাত আমাদেরকে নসীব করুন। আমীন।

জাগ্রত অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর দিদার পেলেন

আমার আক্বা,আ'লা হযত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরেলী রাহিমাহুল্লাহুল বারী দ্বিতীয়বার হজ্ব করার জন্য মক্কাতুল মু'আযযামায় গেলেন। সেখানে হজ্বের ফরযসমূহ আদায় করে চলে গেলেন আমার নবীজির সোনার মদিনায়। ইমাম আ'লা হযরতের অন্তরে ছিলো আমার রাসূল অবশ্যই তাঁকে সাক্ষাত দিবেন। এজন্য তিনি মদিনা শরীফে আমার দয়াল নবীজির রওযা শরীফের পাশে গিয়ে বার বার নবীজির উপর অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রথম রাতে নবীজির সাক্ষাত পেলেন না। তাঁর অন্তরে তখন নবী পাকের প্রেমের জোয়ার বইছিলো। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিলো। এভাবে দ্বিতীয় দিন গেলো। নবীজির দিদার পেলেন না। তখন তাঁর অন্তরে নবীজিকে না দেখার কষ্ট জন্মালো। তিনি ভাবলেনঃ "এই জগতে আমি আহমদ রেযা-ই মনে হয় সব চাইতে বড় পাপী। আমি মনে হয় নবীজির গোলাম হওয়ার উপযুক্ত নয়। এজন্য নবীজি আমাকে সাক্ষাত দিলেন না"। অতঃপর তিনি মদিনার সবুজ গুম্বজের নিচে বসে একখানা না'ত শরীফ লিখলেন------

"ওহ সুয়ে লালাযার পীরতে হ্যাঁয়,তেরে দিন এ বাহার পীরতে হ্যাঁয়"

একদম শেষের ছন্দটি ছিলোঃ

"কয়ী কিউঁ পুছে তেরি বাতে রেযা!, তুঝছে কুত্তে হাজার পীরতে হ্যাঁয়"

মানে- "হে আহমদ রেযা! তোমার কথা কে জিজ্ঞাসা করবে? তোমার চাইতে নবীর বড় বড় কুকুররা (আশেক) মদিনার গলিতে ঘুরে বেড়ায়"

"উস গলি কা গাদা হু মে জিস মেঁ, মাঙ্গতে তাজেদারে পীরতে হ্যায়"

"আমার রাসূলের দরবার তো ঐ দরবার, যেখানে রাজা-বাদশাহরাও ভিখারীর বেশে ঘুরে বেড়ায়"।

আমার রাসূল ইমাম আ'লা হযরতের এই না'ত শুনে, ইমামের ইশকে রাসূল দেখে সন্তুষ্ট হলেন। ইমাম আ'লা হযরতকে সাক্ষাত না দিয়ে আর পারেননি। সাথে সাথে ইমাম আ'লা হযরতকে সাক্ষাত দিয়ে ধন্য করলেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

মাত্র ৮ ঘন্টায় কিতাব রচনা

"আদ-"দৌলাতুল মাক্কিয়া বিল-মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ"

ইমাম আ'লা হযরত একবার মক্কাতুল মু'আযযামায় অবস্থান করেন। সেখানে কিছু ভ্রান্ত আকিদাধারী ব্যক্তি ছিলো যারা দয়াল নবীজির ইলমে গায়েব-কে অস্বীকার করতো। আ'লা হযরত ইলমে গায়েব সম্পর্কে তাঁদেরকে বললে ভারতীয় দেওবন্দী ওয়াহাবীরা চক্রান্ত করে তাঁকে গ্রেফতার করায়। তিনি ইলমে গায়েবের পক্ষে দলিল পেশ করার জন্য মক্কার গভর্ণরের নিকট কিছু সময় চান। অতঃপর মক্কার গভর্ণরের নির্দেশে জেলখানায় বসেই তিনি দলিলাদি লিখা শুরু করেন। তাঁর সাথে

কোনো কিতাব ছিলো না দলিলের কিতাবসমূহের নাম্বার,পৃষ্ঠা ইত্যাদি উল্লেখ করার জন্য। তারপরেও আমার আ'লা হযরত কোনো কিতাব না দেখেই,নিজের কলবের ইলম থেকে, মদিনাওয়ালা নবীজির ফয়জে **মাত্র ৮ ঘন্টায় আরবী ভাষায় একখানা কিতাব লিখে ফেলেন। যার নাম "আদ-"দৌলাতুল মাক্কিয়া বিল-মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ"।** অতঃপর ইমামের লিখা এই কিতাবখানা মক্কার গভর্ণরকে দেখানো হয়। মক্কার গভর্ণর কিতাবে উল্লেখ করা রেফারেন্সগুলো চেক করার জন্য উল্লেখিত কিতাবগুলো আনেন এবং বর্নিত খন্ড ও পৃষ্ঠা খুলে দেখেন আমার আক্কা ইমাম আ'লা হযরত যেভাবে রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন ঠিক সেভাবেই হুবহু লিখা আছে। ইমাম আ'লা হযরতের এই কারামত দেখে মক্কার গভর্ণর বুঝতে পারেন যে ইমাম আ'লা হযরতের নিকট কাশফ আছে। ইমামের এই কারামত ও কিতাব দেখে মক্কার অনেক বড় বড় উলামায়ে কেরাম ইমামের হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত গ্রহণ করে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রেযভভীয়া'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ!

উল্লেখ্য যে ইমাম আ'লা হযরতের লিখা ইলমে গায়েবের পক্ষে অসংখ্য দলিলের ভান্ডার "আদ-দৌলাতুল মাক্কিয়া বিল-মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ" কিতাবখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল, "হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীন জুবাইর" মাদ্দা যিল্লাহুল আলী। আল্লাহ তায়ালা হযরতের এই খেদমতকে করুন। আমীন।

আ'লা হযরতের রচনাবলী ও "কানযুল ঈমান"

আমার ছরকার,ইমাম আ'লা হযরত কিবলা (রাদ্বিঃ)-এর কারামতসমূহের মধ্যে অন্যতম একখানা কারামত হচ্ছে- তিনি ৬৮ বছর হায়াত পেয়ে মাত্র ৫৪ বছরে সহস্রাধিক কিতাব লিখেছেন। আমি অধম আহমদ রেযা মারুফ বিল্লাহ কাদেরী ইতিপূর্বে ছরকার আ'লা হযরতের অভিজ্ঞতার ৫৫টি বিষয় এই কিতাবে উল্লেখ করে দিয়েছি। তাঁর অভিজ্ঞতা যে শুধু এই ৫৫ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তা কিন্তু নয় বরং অনেক গবেষক ইমাম আ'লা হযরতের উপর পি,এইচ,ডি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করে মত পেশ করেছেন যে, ইমাম আ'লা হযরতের প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিলো। সুবহানাল্লাহ। ইমাম আ'লা হযরত এই প্রত্যেকটি বিষয়ে কোনো না কোনো কিতাব রচনা করে গিয়েছেন। এই কিতাবগুলোর মধ্যে এমনও কিতাব আছে যা ৩২ খন্ডে পর্যন্ত রচিত হয়েছে।

"কানযুল ঈমান ফি তরজুমাতিল কোরআন"

এই কিতাবখানা উর্দু ভাষায় ইমাম আ'লা হযরতের পবিত্র কোরআন শরীফের ব্যাখ্যামূলক একখানা মশহুর তরজুমা তথা অনুবাদ গ্রন্থ। ইমাম আ'লা হযরত বিষয় ভিত্তিক আয়াতসমূহের একটি পৃথক তালিকাও পেশ করেছেন এই গ্রন্থে। যার ফলে একজন রিসার্চার অতি সহজেই কোরআন শরীফের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আয়াতসমূহ খোঁজে পাবে। বর্তমানে সারাবিশ্বে কোরআন শরীফের শুদ্ধ অনুবাদ হিসেবে এই গ্রন্থখানা সর্বাধিক পঠিত। আ'লা হযরতের এই গ্রন্থখানা

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ ও ছরকার আ'লা হযরতের অনুবাদগ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায় ইমামের অনুবাদ কতটা সুক্ষ্ম।

উল্লেখ্য যে বাংলা ভাষায় "কানযুল ঈমান"-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, "বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট"-এর মাননীয় চেয়ারম্যান, সায়্যিদুল মুতারজিমীন,আল্লামা আব্দুল মন্নান মুদ্দা যিল্লুহুল আলী। আল্লাহ তায়ালা হযরতের এই খেদমতকে কবুল করুন। আমীন।

ফাতাওয়া-ই রেযভীয়্যাহ

ইমাম আ'লা হযরতের যিন্দা কারামত হচ্ছে- "ফাতাওয়া-ই রেযভীয়্যাহ"। এই কিতাবখানা লিখতে ১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত সময় নিয়ে দীর্ঘ ৩২ খন্ডে সমাপ্ত করেছেন তিনি। ফিকহি মাসয়ালা মাসায়েলের এমন কোনো শাখা-প্রশাখা নেই যা ফাতাওয়া-ই রেযভিয়্যাহ-তে তিনি বর্ণনা করেননি। যেকোনো অভিজ্ঞ ফকিহ,মুফতি এই কিতাবখানা পড়লে দলিলের সমাহার দেখেই হতবম্ভ হয়ে যাবে। খুব সূক্ষ চুলচেরা বিশ্লেষণ তিনি করেছেন এই কিতাবে। ইমাম আ'লা হযরতের রচিত ৩২ খন্ডের এই কিতাবটি তার অভিজ্ঞতার কতবড় পরিচয় দিয়েছে তা আর বলার বাকি রাখে না। আল্লাহ তায়ালা ইমাম আ'লা হযরতের ফয়জ আমাদের তাকদীরে নসীব করুন। তাঁর উছিলায় আমাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাত দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

না'তে রাসূলের বাহার "হাদায়িকে বখশিশ"

"হাদায়িকে বখশিশ" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র শানে অসংখ্য না'তের সমন্বয়ে সম্বলিত ইমাম আ'লা হযরতের এক অনবদ্য রচনা। কবি কাকে বলে! ইশকে রাসূল কাকে বলে!! এই গ্রন্থখানা যারা পাঠ করবেন কেবল তারাই বুঝতে সক্ষম হবেন। এই গ্রন্থে দয়াল নবীজির শানে যা কিছু লিখেছেন ইমাম আ'লা হযরত, তা যেন তাঁর কলমের কালি দ্বারা প্রকাশ হয়নি বরং এর সাথে রয়েছে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের সম্পর্ক।

"মোস্তফা জানে রহমত পেহ লাখোঁ সালাম

শময়ে বযমে হিদায়াত পেহ লাখোঁ সালাম"

এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শানে ইমাম আ'লা হযরতের বিশাল অনবদ্য রচনা। হাদায়িকে বখশিশের মধ্যে এটার চাইতে দীর্ঘ না'তে রাসূল আমার চোখে পড়েনি। এটাই হাদায়িকে বখশিশের সবচাইতে দীর্ঘ না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই না'তে রাসূল পাঠ করা হয়। বিশেষ অধিকাংশ মানুষ যখন নবীজিকে দাঁড়িয়ে সালামী পেশ করেন,তখন ইমামের এই না'তে রাসূলখানা পাঠ করেন। তখন অন্তরে ইশকে রাসূলের এক জযবা পয়দা হয়।

ডাল দি কলব মেঁ আযমতে মোস্তফা (দঃ),সায়্যেদি আ'লা হযরত পেহ লাখোঁ সালাম

বাতিল-ফির্কাদের দৃষ্টিতে ইমাম আ'লা হযরত

দেওবন্দি ওয়াহাবীদের বড় আলেম, যাকে তারা হাকিমুল উম্মত বলে থাকে- **"মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব"**। ছরকারে দুজাহাঁ,ফখরে আলামীন দয়াল নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শানে বেয়াদবী করার কারণে ইমাম আ'লা হযরত যাকে কাফের ফাতাওয়া দিয়েছিলেন,সেই আশরাফ আলী থানভী ইমাম আ'লা হযরত সম্পর্কে বলেন-

"আহমদ রেযা খান ছাহেবের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। যদিও ইনি আমাকে "কাফের" ডেকেছেন। কেননা আম পূর্ণ অবগত যে, এটা আর অন্য কোনো কারণে নয় বরং হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বতক্তিত্বের প্রতি তাঁর সুগভীর ব্যাপক ভালোবাসা থেকেই উৎসারিত"।

-(সাপ্তাহিক চাতান,লাহোর,২৩শে এপ্রিল ১৯৬২)

জামায়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা

"মৌলভী আবুল আলা মওদূদী" বলেনঃ-

"মাওলানা আহমদ রেযা খান ছাহেবের পান্ডিত্যের উঁচুমান সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা বিদ্যামান। দ্বীনি চিন্তা চেতনায় তাঁর মেধাকে স্বীকার করতেই হয়।

-(মাকালাতে ইয়াওমে রেযা, ১ম খন্ড,পৃষ্ঠা-৬০)

ইমাম আ'লা হযরতের ইন্তেকাল শরীফ

তাঁর জন্য দয়াল নবীজি ﷺ-এর অপেক্ষা

আমার আক্বা ইমাম আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান আলাইহির রাহমাতুর রাহমান ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী মুতাবিক ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে রোজ শুক্রবার ভারতীয় সময় বেলা ২টা বেজে ৩৮ মিনিটে পবিত্র জুমু'আহ'র আযানের সময় এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সান্নিধ্যে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ান তাঁরই সুযোগ্য খলিফা "সদরুশ শরিয়াহ,আল্লামা আমজাদ আলী আযমী (রহঃ)। ইমাম আ'লা হযরতের মাযার শরীফ ভারতের বেরেলী শহরে অবস্থিত।

আ'লা হযরতের জন্য দয়াল নবীজি ﷺ-এর অপেক্ষা

"সাওয়ানিহে ইমাম আহমদ রেযা" নামক গ্রন্থের ৩৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখঃ

২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী অর্থাৎ যেদিন ইমাম আ'লা হযরত ইন্তেকাল করেছেন, সেদিন বাইতুল মুকাদ্দাসে এক সিরীয় বুযুর্গ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা-কে স্বপনে দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মজলিশ নিয়ে বসা ছিলেন। কিন্তু মজলিশে

কারোর কোনো সাড়া শব্দ নেই। মনে হলো তাঁরা সবাই যেন কার জন্য অপেক্ষা করছেন। ঐ সিরীয় বুযুর্গ ব্যক্তি দয়াল নবীজিকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কার অপেক্ষা করছেন?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর জবাবে বললেনঃ "আমরা ভারতের বেরেলী'র ইমাম আহমদ রেযা'র অপেক্ষা করছি"। অতঃপর ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ভারতে আসার প্রস্তুতি নিলেন। ইমাম আ'লা হযরতের খোঁজে ভারতের বেরেলীতে ইমামের দরবারে এসে পৌঁছালেন। এসে জানতে পারলেন তিনি যে রাত্রিতে স্বপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেখেছিলেন, সে ২৫শে সফর রাতেই ইমাম আ'লা হযরত ইন্তেকাল করেছেন। সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি!

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন একজন মানুষ কতটা ইশকে রাসূলের সাগরে ডুবে থাকলে মদিনাওয়ালা নবী তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন! ইমাম আ'লা হযরত এমন এক প্রেম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন,যা অন্তরে লালন করতে পারলে আমরাও দয়াল নবীজির সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর রহম করুন। ইমাম আ'লা হযরতের উছিলায় আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। আমিন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল আম্বিয়ায়ি ওয়াল মুরসালিন।